গালিবের শায়েরী

غالب کی شاعری

مرتبہ

اسلم پرویز

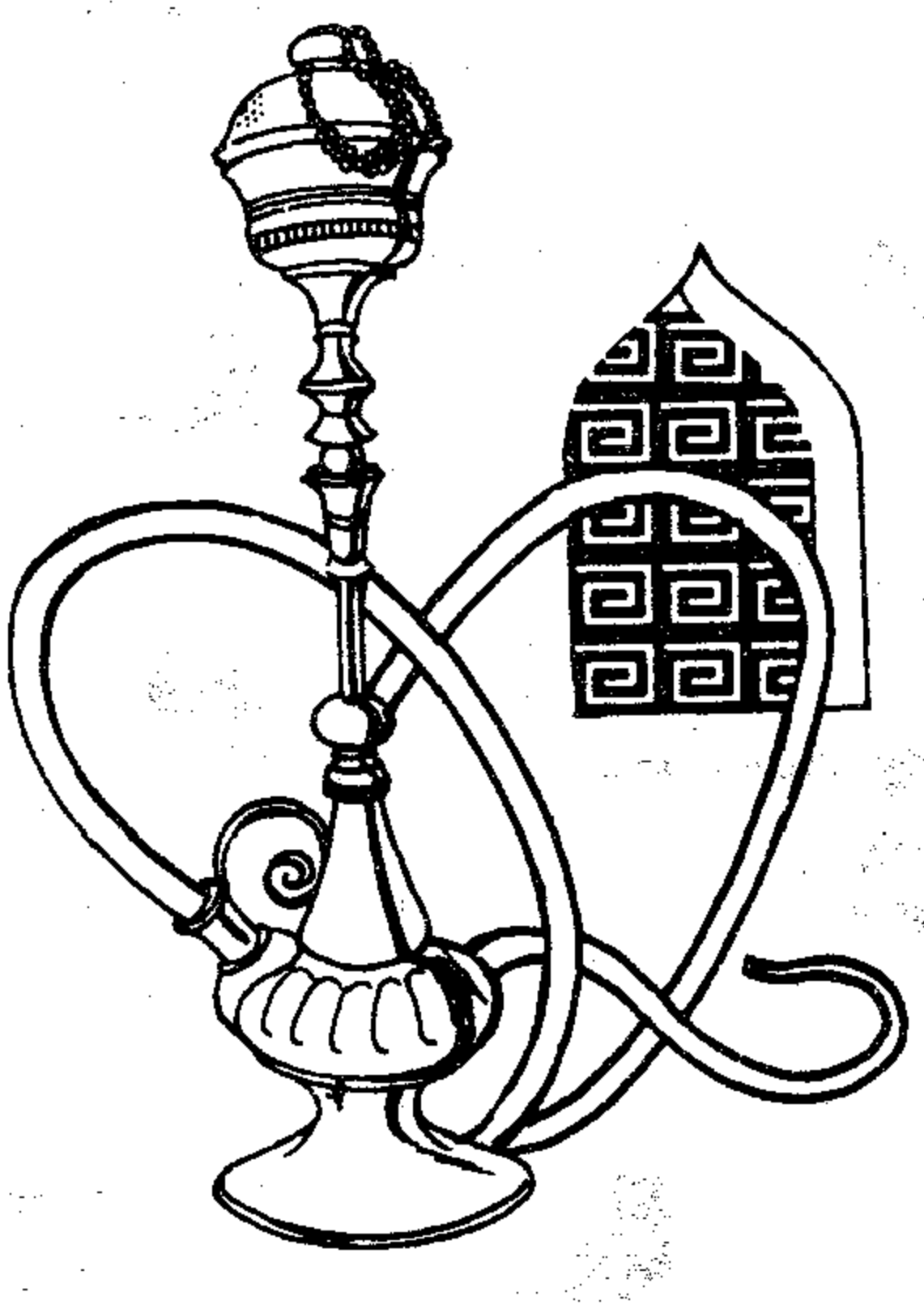
মুহব্বত কি শায়েরী

EvergreenBangla.com

মুহব্বত কী শায়েরী

ভাষান্তর

বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য



উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

ভূমিকা

ঈশক্ পর জোর নহীঁ
হ্যায় ইয়ে ওহ্ আতিশ গালিব
কে লগায়ে না লগে
অওর বুঝায়ে না বনে।

প্রেমের ওপর কোনো জোর চলে না, এ এমনই আগুন গালিব—যা জ্বালালেও জ্বলে না, আবার নেভালেও নেভে না।

প্রেম সম্বন্ধে এমন স্বচ্ছ স্পষ্ট বক্তব্য গালিব ছাড়া আর কারই বা হতে পারে। পুরো নাম—মীর্জা আসাদুল্লা খান গালিব।

গালিব-এর কাব্যের মূল উপজীব্য হলো 'প্রেম' এবং স্বীয় আত্মা—উপলব্ধি দ্বারা তাঁর প্রেম-ভাবনা পরিচালিত। প্রেম তাঁকে কখনো পৌঁছে দিয়েছে জীবনের মধুশালায়, না-পাওয়ার মৃত্যুর তীর্থস্থানে। মনো-জগতের প্রতিনিয়ত পাওয়া, না-পাওয়ার যে দ্বন্দ তা তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে সোনালী অক্ষরে ঠাঁই পেয়েছে। প্রিয়ার উপেক্ষা, আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতীক্ষা, মিলনের আশ্বাসে তাঁর হৃদয়কে দুর্বোধ্য সংঘাতে যতোই ক্ষত-বিক্ষত করেছে, ততোই তাঁর মননের নির্জনতায় নতুন নতুন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছে। সেই আলোয় তাঁর আজীবনের খোঁজা অন্তরতমের রহস্যময়তায়-ঘেরা অন্তরের সন্ধানও কখনো সে পেয়েছে।

গালিবের বিশাল কাব্য—সম্ভার থেকে প্রেম-বিষয়ক কিছু কবিতার"মুখ্য-ভাব" যথা-সম্ভব বজায় রেখে অনুবাদ করার ধৃষ্টতা আমি করেছি। দুই ভাষার মাঝে যে দুর্লঙ্ঘনীয় সেতু, সেই সেতু পেড়িয়ে তাঁর মাধুর্যময় প্রেম-কাব্যের মূল-সুর কতোটা যে ধরে রাখতে পেরেছি সেটা পাঠকজনেরই বিচার্য। কিন্তু তবু শুধু তাদের ভালো লাগলে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। যদি ব্যবহারিক কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদগ্ধ—গুণীজনের গোচরে আসে, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্ষামাশীল দৃষ্টিতে গ্রহণ করেন।

জী ঢুণ্ডতা হ্যায় ফির ওহী
ফুরসত্‌কে রাত দিন,
বৈঠে রহে তসৌবুরে
জানা কিয়ে হুয়ে—।

হৃদয় আবার খুঁজে ফেরে ছুটির সেই রাতদিন,
নিজেকে হারিয়ে বসে থাকতাম যখন প্রিয়ার ভাবনায়।

ইশ্‌ক মুঝকো নহীঁ,
বহশ্‌ত্‌ হী সহী,
মেরী বহশ্‌ত্‌,
তেরী শোহরত্‌ হী সহী।

প্রেম যদি একে না-ই বলো, পাগলামীই মানি। আমার পাগলামী—তোমার খ্যাতির কারণ ; এ কথাও মানি।

মাঙ্গে হ্যায় ফির কিসিকো
লবে বাম পর হওবস্,
জুলফে সিয়াহ্ রুখপে
পরেশাঁ কিয়ে হুয়ে।

মন চায় আবার কারুকে, ঠোঁটের কোণে জমে থাকা
কামনায়—, মুখের পরে যার অন্ধকারের খেলা
কালো কেশরাশির উচ্ছ্বসিত খেয়ালীমায়—।

দেখনা কিসমত্,
কি আপ আপনেপে রশ্‌ক আ যায়ে হ্যায়,
ম্যাঁয় উসে দেখু,
ভলা কব্ মুঝসে দেখা যায়ে হ্যায়।

নিজের ভাগ্য দেখে আমি নিজেই জ্বলে যাচ্ছি ঈর্ষার আগুনে! তাকে দেখবার অনুমতি পাব, কবেই—বা আমি প্রস্তুত ছিলাম নিজের এমন ভাগ্য—দর্শনে?

বিজলী ইক কৌঁদ গই
আঁখোকে আগে তো ক্যা
বাত করতে কি ম্যাঁয়
লব-এ-তিশ্‌না-এ তকরীর ভী থা।

তুমি বিদ্যুৎ-এর একটি ঝলকের মতো আমার আঁখির সামনে দিয়ে চলে গেলে তো কি—তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুল আমার এ অধরকে তৃষ্ণার্ত তো রেখে গেলে!?

জান তুম পর
নিসার করতা হুঁ,
ম্যাঁয় নহীঁ জানতা,
দুয়াঁ ক্যা হ্যায়।

আমার এ প্রাণ উৎসর্গীকৃত তোমাতেই। তবে জানি না আমি সে পূজা, প্রার্থনা নিবেদন করতে হয় কি করে।

জিকরো উস্ পরীওয়াস্কা
অওর ফির বয়াঁ আপনা,
বন গয়া রকীব আখির
থা যো রাজদাঁ আপনা।

কথা সেই রূপসীর আর বলার ধরণ আমার–শেষ পর্যন্ত শত্রু হয়ে গেল তারা, এতদিন যারা মিত্র ছিল আমার।

আঁখ কী তসবীর সরমানেপে
খেঁচী হ্যায়, কি তা,
তুম পে খুল জাবে,
কি ইসকো হসরতে দীদার হ্যায়।

তোমার লজ্জিত আঁখির সে ছবি এমনই তুলে নিয়েছি আমি আমার মানসপটে—যাতে তুমি জানতে পারো সে ছবি দর্শনের কেমন অভিলাষী আমি।

ইয়ে হম যো হিজরোমে
দীবারো-দরকো দিখতে হ্যায়
কভী সবা কো
কভী নামাবরকো দেখতে হ্যায়।

তার বিরহদশায় শুধু দেওয়াল আর দরজার দিকে তাকিয়েই আমার দিন কেটে যায়। কখনো পূবালী বাতাস স্নিগ্ধ পরশে তার বারতা বয়ে নিয়ে আসে। কখনো পত্রবাহককেই ফিরে আসতে দেখি যেন।

কভী নেকী ভী উসকে জী মে
গর আ যায়ে হ্যায় মুঝসে,
জঁফায়ে করকে আপনী ইয়াদ
শরমা যায়ে হ্যায় মুঝসে—।

আমার ভালো করার ইচ্ছাও যদি কখনো তার মনে আসে—নিজের পূর্ব্বকৃত নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করে, লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

দিল হী তো হ্যায় না সঙ্গোঁ-খিশ্ত
দর্দসে ভর না যায়ে কিঁউ
রোয়েঙ্গে হম হজারবার
কোই হমে সতায়ে কিঁউ ?

এ-তো একটা হৃদয়ই, ইঁট-পাথর তো নয়, তাহলে বেদনায় ভরে উঠবে না কেন? কাঁদবো আমি হাজারবার—তবু কেউ আমায় এমন কাঁদাবে কেন?

ম্যাঁয়নে মানা কি
কুছ নহীঁ 'গালিব',
মুখত্ হাথ আয়ে,
তো বুরা ক্যা হ্যায়।

এ কথা মানি যে 'গালিব' এর কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু যে তার হৃদয়টা একেবারে বিনামূল্যেই পেয়েছে, তার গ্রহণ করতে অসুবিধা কি ?

দিয়া হ্যায় দিল অগর উসকো
বশর হ্যায়, ক্যা কহিয়ে,
হুয়া রকীব, তো হো,
নামাবর হ্যায়, ক্যা কহিয়ে।

৫

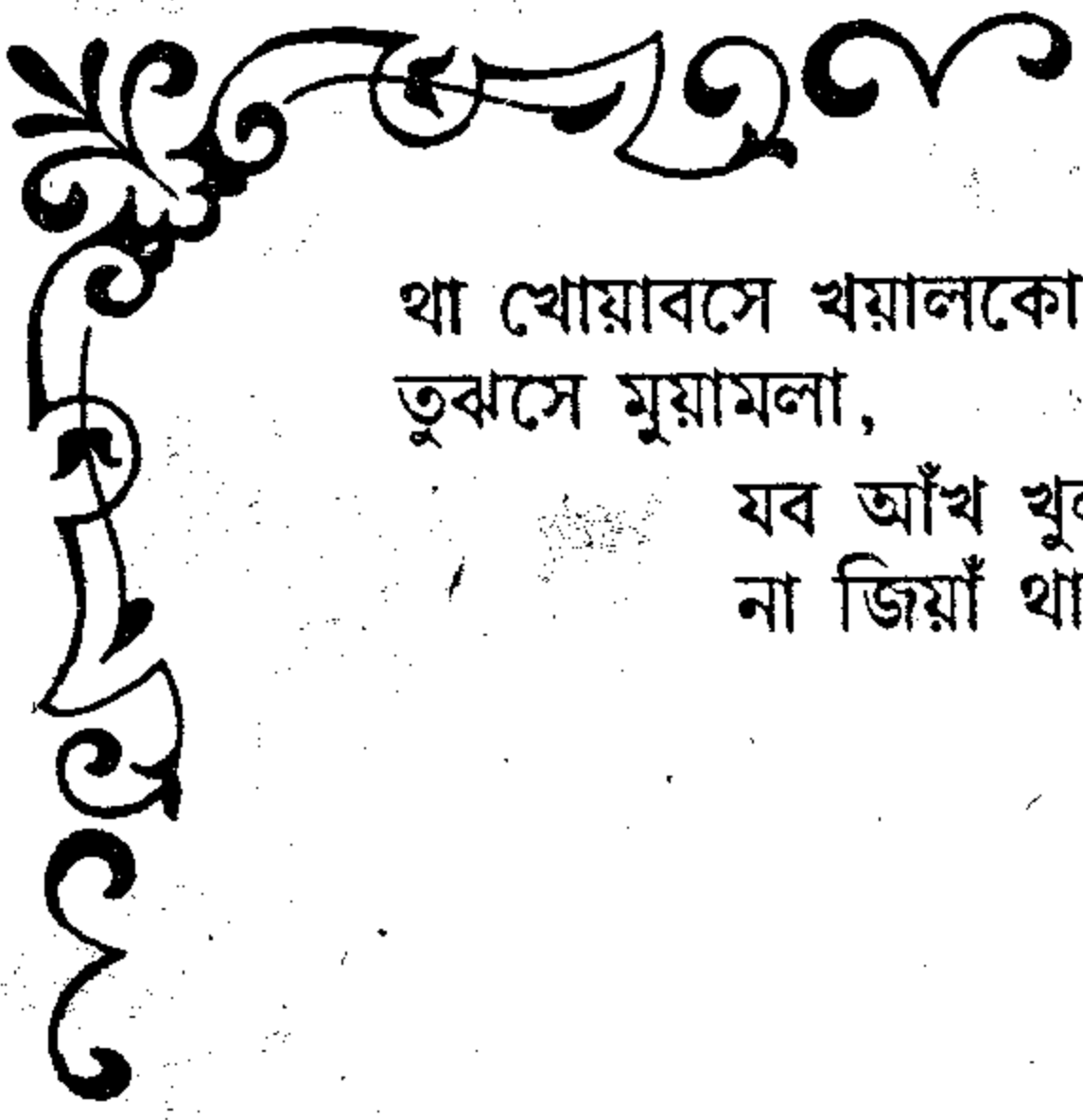
আমার পত্রবাহকই হলো শত্রু আমার—তাকে আর কি বলবো আমি। সেও যে দিয়ে এলো নিজের হৃদয়ই আমার প্রিয়াকে। সেও তো মানুষ, তাকেই বা কি আর বলবো।

করতা হু জমা
ফির জিগর-লখ্‌ত-লখ্‌ত কো,
অরসা হুয়া হ্যায়
দাবত-এ-মিজগাঁ কিয়ে হুয়ে।

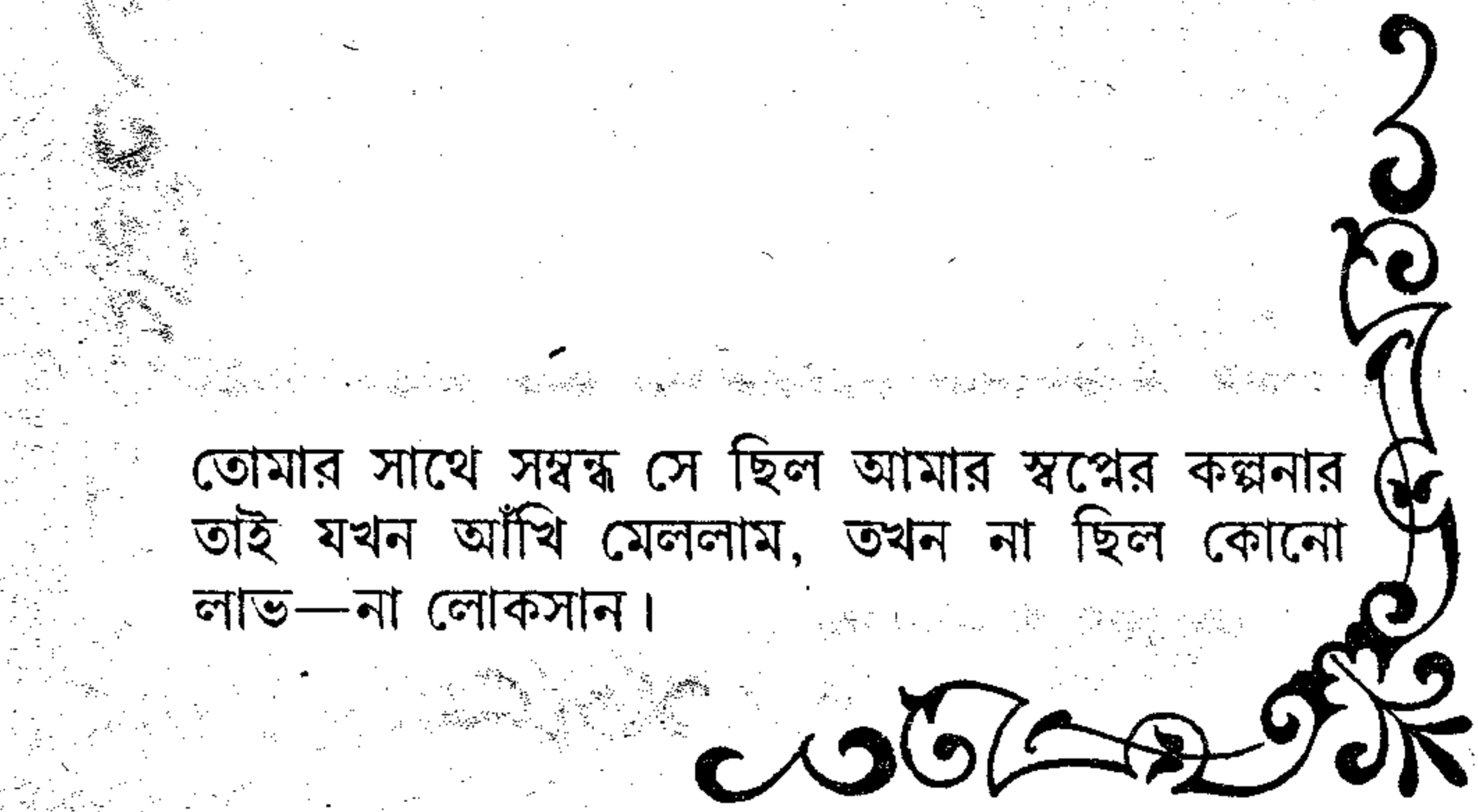
দুরাশায় আবার এক জায়গায় জড়ো করছি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া হৃদয়টাকে আমার। অনেকদিন তো হয়ে গেল তার সুন্দর আঁখি-পল্লব ছায়ায় ঘেরা দৃষ্টির আমন্ত্রণে, এ হৃদয় আমার সমর্পিত হয়েছিল।

ম্যাঁয় নামুরাদ দিলকী
তসল্লী কো ক্যা করুঁ,
মানা,
কি তেরে রুখসে নিগহ্
কাময়াব হ্যায়।

আমার এ হতভাগ্য মনটাকে কি আর সান্ত্বনা দেবো আমি। অবশ্য মানি, তোমার সেই অভূতপূর্ব সৌন্দর্য এক ঝলক দর্শনে আমার এ আঁখি সফল হয়েছে।



থা খোয়াবসে খয়ালকো
তুঝসে মুয়ামলা,
যব আঁখ খুল গই
না জিয়াঁ থা না সুদ থা।



তোমার সাথে সম্বন্ধ সে ছিল আমার স্বপ্নের কল্পনার
তাই যখন আঁখি মেললাম, তখন না ছিল কোনো
লাভ—না লোকসান।

মুহব্বতমে নহীঁ হ্যায় ফর্ক
জীনে ঔর মরনেকা,
উসীকো দেখ কর জীতে হ্যায়
যিস্ কাফিরপে দম নিকলে।

প্রেমে কোনো তফাৎ নেই জীবন আর মৃত্যুর। তাকে দেখেই বেঁচে থাকতে হয়, যে অবিশ্বাসীর নামে আমার এ প্রাণ পর্যন্ত নিবেদিত।

উনকো দেখে সে যো
আ যাতী হ্যায় মুহ্‌পর রওনক,
ওহ্‌ সমঝতে হ্যায় কি
বীমার কা হাল অচ্ছা হ্যায়।

৫

তাকে দেখে আমার মুখের পরে যে আলো ফুটে ওঠে
তাই দেখে সে মনে করে রোগীর অবস্থা এখন বেশ
ভালোই।

ইক্ ইক্‌া কতরে কা
মুঝে দেনা পড়া হিসাব,
খুঁনে জিগর বদীয়তে
মিজগাঁনে ইয়ার থা— ।

আমায় এক এক বিন্দু অশ্রুর হিসাব দিতে হলো।
আমার রক্তাক্ত হৃদয় বন্ধকী ছিল প্রিয়তমার
আঁখিপল্লব ছায়ায়।

কবও ওহ্ সুনতা হ্যায়
কহানী মেরী,
অওর ফির ওহ্ভী
জবানী মেরী—।

কবেই বা সে শোনে কাহিনী আমার—আর সেই গল্প
কথা আমারই মুখে আবার।

হম হ্যায় মুশতাক,
অওর ওহ্ বেজার,
ইয়া ইলাহী!
ইয়ে মাজরা ক্যা হ্যায়?

আমি ব্যাকুল—আর সে বিরক্ত। —হে ঈশ্বর! এ কেমন ব্যাপার?।

দিল-এ-নাদাঁ
তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়
আখির ইস্ দর্দকী
দবা ক্যা হ্যায়।

হে ছেলেমানুষ হৃদয় আমার, কি হয়েছে তোমার ?—
বলে দাও আমায় তুমি, তোমার এই বেদনার ঔষধ
শেষ অবধি আছে কোথায় ?

সর ফোরনা ওহ্
'গালিব' এ শোরীদা হাল কা,
ইয়াদ আ গয়া মুঝে
তিরী দীবার দেখ কর— ।

৫

কোনো এক সময়ে প্রেম-পাগল 'গালিব', মাথা ঠুকে ঠুকে প্রাণ-ই প্রায় দিয়ে দিয়েছিল তার— তোমার গৃহের অঙ্গন-প্রাচীর দেখে, সেই পাগলামীর কথাই মনে পড়লো আবার।

হুঁ গিহফতারে
উলফতে্ সৈয়াদ,
বরনা বাকী হ্যায়
তাকত্-এ-পরওয়াজ।

বন্দী করেছে আমায় শিকারী ভালবাসার ডোর—না হ'লে এখনও আমার ডানায় উড়বার শক্তি অবশিষ্ট ছিল।

খেল সমঝা হ্যায়, কহীঁ ছোড় না দে,
ভুল না যায়ে,
কাশ, ইঁউভী হো,
কি বিন মেরে সতায়ে না।নে।

প্রেমকে খেলা ভেবে সে যেন ছেড়ে না দেয়, ভুলে না যায় আমায়—হায়, যদি এমন হতো আমাকে যন্ত্রণা না দিয়ে, সে একটিক্ষণের জন্যও শান্তি না পেত।

করে হ্যায় কতল
লগাবটমে তেরা রো দেনা,
তেরী তরহা কোই
তেগ-এ-নিগহ্‌কো আব তো দো।

আমায় খুন করে ফেলছে যেন, ভালোবাসার এই কান্না তোমার। অশ্রুভরা আঁখির ধার, যেন তীক্ষ্ণতা — তরবারির।

জহাঁ তেরা নকশ্-এ-কদম
দেখতে হ্যায়,
খয়াবাঁ খয়াবাঁ ইরম
দেখতে হ্যায়— ।

যেখানে তোমার চরণ-চিহ্ন দেখি আমি—সেই পথেই যেন স্বর্গের উদ্যান দেখি আমি।

খত্ আয়া,
হুই দিলকো তসল্লী, লেকিন
দিল তড়পনা লগা
জব ইয়াদ তুমহারী আয়ী।

তোমার চিঠি এলো, এ মন আমার সান্ত্বনা পেল—কিন্তু অন্তর-স্থল আবার বিদীর্ণ হতে লাগলো, যখন তোমার কথা মনে পড়লো।

দিল লগ কর লগ গয়া
উনকোভী তনহা বৈঠনা
বারে, আপনী বেকসী কা
হমনে পাই দাদ য়াঁ।

হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তারও অভ্যাস হয়েছে একেলা বসে থাকার। হায় রে! নিজের এই নিঃসহায় অবস্থায়, আমার কি এই প্রশংসাই প্রাপ্য?

ফায়দা ক্যা, সোচ,
আখির তু ভী দানা হ্যায় 'অসদ',
দোস্তী নাঁদা কী হ্যায়,
জী কা জিয়াঁ হো যায়েগা।

'অসদ' তুমি তো বুদ্ধিমান, ভেবে দেখো কি লাভ হবে তোমার—এই এক অপরিণতার বন্ধুত্বে নিজের প্রাণ-ই লোকসান হয়ে যাবে তোমার।

ফির মুঝে দীদার-এ তর
ইয়াদ আয়া,
দিল জিগর তশনা-এ-
-ফরিয়াদ আয়া— !

আবার সেই সুন্দরীর সিক্ত-আঁখির কথা মনে পড়লো আমার। এ হৃদয়-কলিজা আমার, তাকে নালিশ জানানোর জন্য পিপাসার্ত হয়ে উঠলো।

নজর লগে না কহীঁ
উসকে দস্তো-বাজু কো
ইয়ে লোগ কিঁউ মেরে
জখমে-জীগরকো দেখতে হ্যায়।

তার ওই সুগঠিত হাত আর বাহু পরে' যেন কারুর নজর না থমকে যায়। এই সব লোকেরা সেই সঙ্গে দেখে না কেন, আমার আহত হৃদয়টাকেই ?

হম থে মরনে কো খড়ে
পাস না আয়া, না সহী,
আখির উস্ শোখকে তরকশ্‌মে
কোই তীরভী থা— ?

আমি তো মৃত্যুকে বরণ করবো বলেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। না হয় সে আমার কাছেই এলো না। আচ্ছা, আজ বিশেষ কোনো মারণ—তীরই কি ছিল না, ওই চঞ্চলা রূপময়ীর তূণে ?

দীদার, ওয়াদা, হৌসলা,
সাকী, নিগাহ্ মস্ত,
বজম-এ-খয়াল,
মৈঁ কদা-এ বেখরোশ হ্যায়।

দর্শন, প্রতিশ্রুতি, প্রবল আকাঙ্খা, সাকী, মদিরাচ্ছন্ন দৃষ্টি—কল্পনার জলসাঘরে নেই কোনো কোলাহল মদিরালয়ের।

দিল দিয়া জানকে
কিঁউ উসকো বফাদার 'অসদ'
গলতী কী কি জো
কাফির কো মুসলমাঁ সমঝা।

তার ভালবাসাকে বিশ্বাস করে, 'অসদ' কেন হৃদয় দিলে তাকে? ভুল তো করেছো তুমি, সে অধার্মিককে ধার্মিক মুসলমান ভেবে।

লাগ হো তো
উসকো হম সমঝে লগাও,
যব না হো কুছভী,
তো ধোঁকা খায়ে ক্যা।

তার সাথে যদি যোগাযোগ থাকতো কিছুমাত্র, আমার হৃদয়কে বোঝাতাম আমি। যখন কিছুই নেই সম্পর্ক, মিথ্যে কুহেলীকায় নিজেকে কেন প্রতারিত করবো আমি ?

হমকো সিতম অজীজ,
সিতমগরকো হম অজীজ
না-মেহেরবাঁ নহীঁ হ্যায়,
অগর মেহেরবাঁ নহী।

আমার কাছে তার নিষ্ঠুরতা প্রিয়, আর সে নিষ্ঠুরের কাছে আমি প্রিয়। —সে নির্দয়—এমন অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারনার প্রয়োজনই বা কি, যদি সে দয়ালু-ই না হয়?

জমা করতে হো
কিঁউ রকীবোঁ কো,
ইক্ তমাশা হুয়া,
গিলা না হুয়া।

তুমি ডেকে ডেকে কেন জমা করছো শত্রুদের আমার? এতো একটা তামাশাই হয়ে গেল, আমার বিরুদ্ধে নালিশই তো জানানো হলো না তোমার—।

হম রশ্‌ক কো অপনে ভী
গবারা নহীঁ করতে,
মরতে হ্যায়,
বলে উনকী তমান্না নহীঁ করতে।

ঈর্ষার সময় আমি নিজের প্রিয়জনকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারি না—যার জন্য প্রাণ দিই—তখন তাকেও কামনা করতে পারি না।

দিলমে জৌকে-বল্লো-ইয়াদে-ইয়ার
তক্ বাকী নহীঁ,
আগ ইস্ ঘর কো লগী এয়সী
কি যো থা জল গয়া।

প্রিয়-মিলনের কোনো আকাঙ্খিত স্মৃতি পর্যন্ত আর বাকী নেই আমার হৃদয়ে—আগুন এমনই লাগলো আমার ঘরে যে সবকিছুই জ্বলে খাক্ হয়ে গেল।

মেহেরবাঁ হোকে বুলা লো মুঝে
চাহো যিস্ বকত্,
ম্যাঁয় গয়া বকত্ নহীঁ হুঁ
কি ফির আভী ন সকূঁ।

দয়া করে তুমি ডেকে নিও আমায়, তোমার যে কোনো সময়েই—আমি তো চলে যাওয়া সময় নই, যে ফিরে আসতে পারবো না আবার।

গিরিয়া নিকালে হ্যায়
তেরী বজম্‌সে, মুঝকো,
হায়, কি রোনেপে
ইখতিয়ার নহীঁ হ্যায়।

আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রুর কারণে বহিষ্কৃত হচ্ছি আমি তোমার জলসাঘর থেকে—হায়, নিজের অশ্রুর ওপরও কি কোনো অধিকার নেই আমার ?

ম্যাঁয়নে রোকা রাত গালিবকো,
বগর্না দেখতে,
উসকে সৈলে গিরিয়ামে
গদূঁ কফে সৈলাব থা— ।

আমি কালরাতে গালিবকে থামিয়ে দিয়েছিলাম— না হ'লে দেখতে, তার অশ্রুবন্যায় আকাশও ভেসে যেত।

তুম অপনে শিকবেকী বাতেঁ,
না খোদ খোদকে পুছো,
হজর করো মিরে দিলসে,
কি ইস্‌মে আগ দবী হ্যায়।

তুমি তোমার অভিযোগের উত্তর জানতে চেও না হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে আমার—ভয় পাও আমার এ হৃদয়কে, আগুন যে এর মাঝে চাপা পড়ে আছে।

রুখসতে-নালা মুঝে দে
কি মুবাদা জালিম
তেরে চেহরে সে হো জাহির
গমে-পিনহা আপনা।

হে নিষ্ঠুর প্রিয়া আমার, এই বিদায়-ক্ষণে কাঁদতে দাও আমায়—আমি চলে যাবার পর যেন এমন না হয়, তোমার ও মুখ 'পরেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে—আমার লুকানো দুঃখসকল।

গরচে হ্যায় তজেঁ তগাফুল,
পরদাদারে রাজে ইশ্‌ক,
পর হম এয়সে খো যাতে হ্যায়
কি ওহ্‌ পা জায়ে হ্যায়— ।

অবহেলা দেখানোর ভঙ্গীতে নিজের হৃদয়-রহস্য পর্দায় ঢাকা যায়—কিন্তু আমি তার দর্শনেই এমন নিজেকে হারাই, যে নিজেকে আর আড়াল করাই যায় না।

সায়া মেরা, মুঝসে মিসে-দূদ
ভাগে হ্যায় 'অসদ',
পাস মুঝ আতিশ বজাঁকে,
কিসসে ঠহরা ভাগে হ্যায়।

ছায়া আমার ধোঁয়ার সঙ্গী হয়ে 'অসদ', চলে যাচ্ছে দূরে বহুদূরে—নিজের মনের আগুনে আমি জ্বলে যাচ্ছি এমনই ধীরে ধীরে—।

মিলনা তিরা অগর নহীঁ আসাঁ,
তো সহল হ্যায়,
দুশবার তো এহী হ্যায়
কি দুশবার ভী নহীঁ।

তোমার সাথে যদি মিলন আমার সহজ না হতো,
আমি সহ্য করতাম—কিন্তু তা অসম্ভবও যে নয়, তাই
সহ্য করাও যে অসম্ভব।

আ, কি মেরী জানকো
করার নহীঁ হ্যায়,
তাকত্-এ-বেদাগ-এ ইন্তিজার
নহীঁ হ্যায়— ।

এসো, এ প্রাণে আমার শান্তি নেই—প্রতীক্ষার নির্যাতন সইবার মতনও আর শক্তি নেই।

কিঁউ জল গয়া ন
তাবে-রুখে-ইয়ার দেখ কর,
জলতা হুঁ, আপনী
তাকতে্-দীদার দেখ কর।

কেন জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেলাম না প্রিয়ার রূপের ঔজ্জ্বল্যের তাপে ? এখন জ্বলে যাচ্ছি আমার আঁখির শক্তি দেখে আমি।

মুঝসে কহা যো ইয়ারনে,
যাতে হ্যায় হোশ কিস্ তরহ্া,
দেখকে মেরী বেখুদী
চলনে লগী হবা, কি ইঁউ।

জিজ্ঞাসা করলো যখন বন্ধু আমায়, হুঁশ চলে যায় কি ভাবে ? আত্মহারা অবস্থা দেখে আমার, বাতাসে নিজেই উড়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলো এমনিভাবে--।

বু-এ-গুল, নালা-এ-দিল,
দূদে-চিরাগে-মহফিল
যো তেরী বজমসে নিকলা
সো পরীশাঁ নিকলা— ।

ফুলের সুগন্ধ, হৃদয়ের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, আসরের দীপের ধোঁয়া—যাবাই তোমার জলসাঘর থেকে বার হলো, দিব্‌ভ্রান্ত হয়েই বার হলো।

বেখুদী বেসবব
নহীঁ 'গালিব'

কুছ তো হ্যায়
জিসকী পর্দাদারী হ্যায়।

বিনা কারণে হয় না 'গালিব', আত্মহারা অবস্থা এমন—কিছু তো রহস্য আছেই, যার জন্য এই আড়ালের অবগুণ্ঠন—।

ইশ্‌ক সে তবীয়ত্‌নে
জীস্ত কা মজা পায়া

দর্দ কী দবা পাই,
দর্দ বে-দবা পায়া।

ভালবেসে আমি জীবনের মজা পেলাম। বেদনার ঔষধ পেলাম। হৃদয়-বেদনায় ঔষধকে বিফল হতেও দেখলাম।

বারন্তা উস্‌সে হ্যায়
কি মুহব্বত হী কিঁউ না হো
কীজে হামারে সাথ,
অদাবত্‌হী কিঁউ না হো।

তার ভালবাসা আমার মনের মুক্তির অবকাশ—তাই বলি শুধু ভালবাসাই কেন, শত্রুতাই বা শুধু আমারই সাথে তার হবে না কেন?

ফির উসী বেবফাপে
মরতে হ্যায়,
ফির ওহী জিন্দগী
হামারী হ্যায়—

আবার সেই হৃদয়হীনা বিশ্বাসহন্তার জন্য মরণ আমার—আমার সে-ই পুরোনো জীবনই আবার—।

মুঝ তক্ কব, উনকী বজমমে
আতা থা দৌরে জাম—
সাকীনে কুছ মিলা না দিয়া হো
শরাবমে— ।

তার জলসাঘরে আমার কাছে পর্যন্ত কবেই-বা আর পৌঁছয় শরাবের পেয়ালা ? —আজ যখন আমার সামনে রাখা রয়েছে সেই তুফান তোলা পেয়ালা শরাবের—না-জানি সাকি তাতে কি বিশেষ মিশিয়ে দিয়েছে তার ?—

আশিকী সবরো তলব
অওর তমন্না বেতাব,
দিল কা ক্যা রঙ্গ করু
খুনে-জিগর হোনে তক্।

প্রেম বলে, হও ধীর আর আমার আকাঙ্খা অধীর।
এখন বলো কোন্ রঙে রাঙাবো এ হৃদয়কে আমার?
—জানি সে তো রক্তে রাঙা হবেই এবার।

গুচাঁ ফির লগা খিলনে
আজ হমনে আপনা দিল,
খুঁ কিয়া হুয়া দেখা
গুম কিয়া হুয়া পায়া।

সুন্দরী কলিরা ফুটলো আবার—আজ আমি আমার হৃদয়, ভালবাসার রক্তের-রঙে রাঙা হয়ে উঠতে দেখলাম যেন—হারিয়ে যেতে দেখলাম।

আইনা কিঁউ ন দুঁ
কি তমাশা কহেঁ জিসে,
এয়সা কহাঁ সে লাউঁ,
কি তুঝসা কহেঁ জিসে।

তামাশা করে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো সে, যে "আমার মতো রূপ কি কারুর আছে?" তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের সম্মুখে তখন আয়না কেন রেখে দেবো না আমি যে তার রূপের প্রতিদ্বন্দীও কেউ আছে।

দিলসে নিকলা,
পর ন নিকলা দিলসে,
হ্যায় তেরে তীর কা
পৈকান অজীজ—।

হৃদয় চিরে বেড়িয়ে গেল, তবু না গেল হৃদয় থেকে—তোমার নিক্ষিপ্ত তীরটির প্রান্তভাগ, সেও যে সমান প্রিয় আমার।

হমকো উনসে,
বফা কী হ্যায় উম্মীদ,
যো নহীঁ জানতে,
বফা ক্যা হ্যায়— ।

আমি তার কাছ থেকে প্রেমে বিশ্বাস আশা করি, যে জানে না বিশ্বাস কথাটার অর্থ-ই বা কি!!

গৈর ইঁউ করতা হ্যায় মেরী পুরসিশ
উসকে হিজরোমে
বেতকল্লুফ দোস্ত হো জৈসে কোই
গমখারে দোস্ত— ।

অপরলোকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে, তার বিরহের বিরহী-দশায় কুশল বার্তা আমার—যেন কোনো অভদ্র বন্ধুও হঠাৎ হয়ে উঠেছে সমব্যথী বন্ধু আমার।

ন কহিয়ো তা' ন সে ফির তুম
কি হম সিতমগর হ্যায়,
মুঝে তো খুঁ হ্যায়
কি জো কুছ কহো, বজা কহিয়ে।

বিদ্রূপ করেও তুমি যেন আবার বলো না আমায় নিষ্ঠুর—আমার তো অভ্যাস আছে, যা বলবে তুমি, তার সত্যি-ই কোনো কারণ আছে বলে ভাবা।

তেরে ওয়াদে পর জীয়ে হম
তো ইয়ে জান ঝুট জানা,
কে খুশিসে মরনা যাতে
অগর এতবার হোতা।

বেঁচে আছি আমি তোমার প্রতিশ্রুতিতে, তাই আমার প্রাণ আমার কাছে আজ মিথ্যে—হয়তো খুশীতে মরেই যেতাম, যদি তোমার প্রতি আমার এই বিশ্বাসের উপর একটু ভরসা করতে পারতাম।

মওত্ কা
ইকদিন মুইঈন হ্যায়
নীঁদ কিঁউ রাতভর
নহীঁ আতী—।

মৃত্যুর জন্য তো একটা দিন নির্দিষ্ট হয়েই আছে। তবু কেন বিনিদ্র কাটে সারাটা রাত্রি।

দিলসে তেরী নিগাহ
জিগর তক্ উতর গয়ী,
দোনোকোঁ ই অদামেঁ
রজামন্দ কর গয়ী।

তোমার দৃষ্টির তীর হৃদয় ভেদ করে, কলিজায় গিয়ে বিঁধেছে—দুইজনকে একই আঘাতের ভঙ্গিমায় আহত করে, মন দিতে রাজী করিয়ে গেছে।

লাজিম থা কি দেখো মিরা রস্তা
কোই দিন অওর,
তনহা গয়ে কিঁউ,
অব রহো তনহা কোই দিন অওর।

৬.

উচিত ছিল তোমার প্রতীক্ষা করা কিছুদিন আরো।
একেলা চলে গিয়েছো কেন—এখন একেলাই থাকো
কিছুদিন আরও।

নাদান হ্যায়, যো কহেতে হ্যায়
কিঁউ জীতে হ্যায় 'গালিব',
মুঝকো তো হ্যায় মরনেকী
তমান্না কোই দিন অওর।

ছেলেমানুষ সে, যে বলে কেন বেঁচে আছে 'গালিব'?—আরে আমায় তো আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেই হবে মৃত্যুর কামনায়।

হ্যায় বস্ কে হর ইক্ উনকে ইশারেমেঁ
নিশাঁ অওর

করতে হ্যায় মুহব্বত তো
গুজরতা হ্যায় গুমাঁ অওর।

তার প্রতিটি ইশারায় আলাদা এক একটি ইঙ্গিত—তাই
সে যখন ভালবাসে, সন্দেহ হয় যেন অন্য কিছু।

কসম জনাজেপে আনেকী
মেরে খাতে হ্যায়, 'গালিব',
হমেশা খাতে থে জো,
মেরী জানকী কসম, আগে।

আমার মৃত্যুর পর আমার শবাধারের সামনে আসারই শপথ নিয়েছে সে এখন—পূর্বে প্রায়শই যে আমারই প্রাণের নামে দিব্যি করতো।

দর্দসে মেরে হ্যায়
তুঝকো বেকরারী হায় হায়,
ক্যা হুই জালিম তেরী
গফলত্-শিয়ারী হায় হায়।

আমার বেদনাই কিনা হলো শেষ পর্যন্ত তোমার অশান্তির কারণ—হায় হায়—হে নিষ্ঠুরা রমণী, কি কাজেই বা লাগলো তোমার আমার প্রতি সেই উদাসীন অবহেলা—হায় হায়!!!

হর চন্দ হর ইক্ সয়মে
তু হ্যায়,

পর তুঝসী তো কোই
সয় নহীঁ হ্যায়।

হে ঈশ্বর, আমি জানি এই দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু প্রতিটি অস্তিত্বে তুমি আছো—তবু তোমার তুলনা পাই না কোথাও।

দেখ কর গৈর কো
হো কিঁউ না কলেজা ঠণ্ডা,
নালা করতা থা,
বলে তালিবে-তাসীর ভী থা।

অপর-জনের দুরবস্থা দেখে কেন-ই বা ঠাণ্ডা হবে না কলজেটা আমার। ? এমন প্রতিক্রিয়াই তো হোক আমি চাইতাম। প্রিয়ার প্রত্যাখ্যানে, অশ্রু সাগরে যখন আমি ডুবে থাকতাম।

যাতে হুয়ে কহেতে হো
কয়ামত্ কো মিলেঙ্গে
ক্যা খুব, কয়ামত্ কা হ্যায়
গোয়া কোই দিন অওর।

তুমি যাবার সময় বলে গেলে, আবার দেখা হবে শেষ-বিচারের দিনে। আচ্ছা ভালো, তাহলে এখনও আর একটা দিন নির্দিষ্ট আছে শেষ বিচারের জন্য ? !

মওত কী রাহ্ না দেখুঁ
কি বিন আয়ে ন রহে,
তুমকো চাহুঁ, কি না আয়ো,
তো বুলায়ে ন বনে।

মৃত্যুর জন্য পথ দেখবো না কেন, জানি সে তো না এসে থাকতেই পারবে না। তোমাকে ভালোবাসি, নিবিড় করেও চাই। তবু কাছে ডাকতে পারি না, জানি ডাকলেও তো আসবে না তুমি।

আ হী যাতা ওহ
রাহ পর, 'গালিব'
কোই দিন অওর ভী
জিয়ে হোতে— ।

3

গালিব, কথায় কথায় সে অনিন্দিতা ঠিক তোমার পথেই এসে যেত। যদি আরও কিছুদিন অন্তত সে বেঁচে থাকতো।

ইস্ রঞ্জসে উঠাই কাল উসনে
'অসদ' কী লাশ,
দুশমনভী জিসকো দেখকে
গমনাক হো গয়ে— ।

এমন বেদনার সঙ্গে সে কাল 'অসদ' এর মৃতদেহ কাঁধে ওঠালো—যা দেখে পরম শত্রুও দুঃখ-সাগরে ডুব দিলো।

দিলে-গুমগশতা
মগর ইয়াদ আয়া,

কোই বারানী-সী
বীরানী হ্যায়।

এ মন আমার কবেই হারিয়ে গেছে। তবু মনে পড়লো, শূন্যতায় ঘেরা কোনো শূন্যতাও আছে—।

হম ওহাঁ হ্যায়,
জহাঁসে হমকোভী,
কুছ হমারী খবর
নহীঁ আতী।

আমি এখন সেইখানে আছি, যেখান থেকে আমি নিজেও পাইনা নিজের কোনো খবর।

অব ম্যাঁয় হুঁ অওর
মাতমে ইক্ শহরে আরজু,
তোড়া যো তুনে আইনা,
তিমসালদার থা— ।

এখন ভগ্নহৃদয় আমি আছি আর আমার শোক, যেন আশা-আকাঙ্খায় ভরা একটি শহর। ভাঙলে সেই আয়নাই তুমি, যাতে প্রতিবিম্বিত ছিল ছবি তোমারই।

ম্যাঁয় সাদা-দিল,
আর্জুদগী-এ-ইয়ারসে খুশ হুঁ
য়ানী সবকে-শৌক
মুকর্রব ন হুয়া থা।

আমি সাদা সরল-হৃদয়, প্রিয়তমার উদাসীনতা নিয়েই খুশী। হায় রে, মানে এখনো প্রেম আসক্তির পাঠ যে সম্পূর্ণ হয়নি আমার!

বাগ পা কর খফ্‌কানী,
ওহ্ ডরাতা হ্যায় মুঝে,
সায়া-এ-শাখ-এ-গুল
অফ' ই নজর আতা হ্যায় মুঝে।

তার ভালবাসায় পাগল পেয়ে আমায় দেখো, বাগিচাও কেমন ভয় দেখায়—সুবাসিত ফুলেরা শাখার প্রিয় ছায়াও যেন সর্পময় মনে হয় আমার।

খূঁ হো কে জিগর
আঁখসে টপকা নহীঁ/এয় মর্গ,
রহনে দে মুঝে য়াঁ
কি অভী কাম বহুত হ্যায়।

আমার বেদনাহত কলজেটা পর্যন্ত এখনো রক্ত-ধারায় আঁখি থেকে ঝরে পরেনি—হে মৃত্যু, বেঁচে থাকতে দাও আমায়; কাজ আমার এখনো শেষ হয়নি।

দুশমনীনে মেরী
খোয়া গৈরকো,
কিস্ কদর দুশমন হ্যায়
দেখা চাহিয়ে— ।

আমার প্রতি তার এ হেন শত্রুতায়, সে যে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকেই। হায় হায়, এ কেমন শত্রুতা কেউ বলে দাও আমায়!

ওহ্ আয়ে ঘরমে হমারে,
খুদা কী কুদরত্ হ্যায়
কভী হম উনকো,
কভী আপনে ঘরকো দেখতে হ্যায়।

সে আজ আমার ঘরে এলো, ঈশ্বরের লীলা সত্যি তুলনাহীন—কখনো আমি আমার পরাণ-প্রিয়াকে দেখি, কখনো আমার গৃহের সৌভাগ্য করি দর্শন।

ইয়ে না থী হমারী কিসমত্
কে বিসাল-এ ইয়ার হোতা,
অগর অওরভী জীতে রহেতে
এ ইনতেজার হোতা।

প্রাণ বন্ধুর মিলন আমার ভাগ্যে ছিল না। যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতাম আমি, সঙ্গী হত শুধু এই প্রতীক্ষাই।

ওহ্ ফিরাক ঔর
ওহ্ বিসাল কহা,
ওহ্ শব-ও-রোজ-ও
-মাহ-ও-সাল কহা— ।

সেই বিরহ আর সেই মিলনই বা কোথায়? সেই
রাত, দিন, মাস, বছর-ই এখন আর কোথায়?

হাল-এ দিল নহীঁ মালুম
লেকিন ইস্ কদর য়ানী,
হমনে বারহা ঢুণ্ডা,
তুমনে বারহা পায়া।

৫

আমার হৃদয়ের অবস্থা এখন জানা নেই আমার। কিন্তু এ কথা জানা আছে, আমি আমার হৃদয়ের সন্ধানে থেকেছি বারবার। আর সে হৃদয় তুমিই পেয়েছো বারেবারে।